চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ৩১.০৫.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

শহীদ ওয়াসিম আকরাম পার্কের নামফলক উন্মোচন ও স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির উদ্বোধনে ডা. শাহাদাত হোসেন
বেকারত্ব কমাতে ফিরতে হবে শহীদ জিয়ার পররাষ্ট্রনীতিতে

মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোর সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের যে পথ সুগম করেছিলেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সে পথে হাটলে দেশের বেকারত্ব হ্রাস পাবে বলে মনে করেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর ৪৪তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে শনিবার সকালে খুলশী, পাহাড়তলী ও আকবর শাহ থানা যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের যৌথ উদ্যোগে শহীদ ওয়াসিম আকরাম পার্কের নামফলক উন্মোচন ও স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি উদ্বোধনকালে তিনি জিয়াউর রহমানের পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে মুসলিম দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরাশক্তিগুলোর সাথে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত দেন।দিনব্যাপী কর্মসূচি খতমে কুরআন ও দোয়া মাহফিলের মাধ্যমে শুরু হয়। সকালে শহীদ ওয়াসিম আকরাম পার্কের নাম ফলক উন্মোচন ও স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। চট্টগ্রাম জেলা ড্যাবের যুগ্ম সম্পাদক ডা. শাহনেওয়াজ সিরাজ মামুনের সঞ্চালনায় সকাল ১০টায় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও ঔষধ বিতরণ কর্মসূচী উদ্বোধন করেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের স্বাস্থ্য সংস্কার বিষয়ক কমিটির বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্য প্রফেসর ডাঃ সরকার মাহবুব আহমেদ শামীম। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ সাংগঠনিক ভিপি হারুনুর রশিদ হারুন, চট্টগ্রাম মহানগর যুবদলের সাবেক সভাপতি মোশাররফ হোসেন দীপ্তি, চট্টগ্রাম প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. এস এম নছরুল কদির, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ- উপাচার্য(প্রসাশন) অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয়তাবাদী শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ টেলিভিশনের উপস্থাপক প্রফেসর মো. শাহ আলম, মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক বেলায়েত হোসেন বুলু, কেন্দ্রীয় রেলওয়ে শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট এম আর মঞ্জু, মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জমির উদ্দিন নাহিদসহ নেতৃবৃন্দ। মেয়র বলেন, জিয়াউর রহমানের পররাষ্ট্রনীতির মূল দর্শন ছিল মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং আন্তর্জাতিক শক্তির সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ কূটনীতি রক্ষা করা। এই নীতির ফলে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে। আমাদের জাতীয় আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস রেমিট্যান্স। আজ যে সংকটময় সময় অতিক্রম করছি, তাতে রেমিট্যান্সই অর্থনীতির বড় সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। তিনি বলেন, শহীদ জিয়া দেশের শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য তাদের বিদেশে কাজের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। আজও তার সেই কূটনৈতিক কৌশল অনুসরণ করলে আমরা বৈদেশিক কর্মসংস্থানের নতুন দ্বার উন্মোচন করতে পারবো, যা তরুণ সমাজের বেকারত্ব দূরীকরণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। ডা. শাহাদাত হোসেন জিয়াউর রহমানের দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টার কথাও স্মরণ করেন। তিনি বলেন, জিয়াউর রহমানই প্রথম সার্ক গঠনের প্রস্তাব দেন। এমনকি ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এভাবেই মুসলিম বিশ্বের আস্থাভাজন হয়ে তিনি বাংলাদেশকে কূটনৈতিকভাবে শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই নীতির ফসল আজও আমরা ঘরে তুলছি রেমিট্যান্সের মাধ্যমে। তিনি আরও যোগ করেন, দেশের উন্নয়ন শুধু অবকাঠামো দিয়ে হয় না, মানবসম্পদের উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানও সমান গুরুত্বপূর্ণ। আজকের এই কর্মসূচি শুধু একটি অনুষ্ঠান নয়, বরং একটি বার্তা, আমরা জিয়াউর রহমানের আদর্শ ধারণ করে মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে আগামীর সুন্দর বাংলাদেশ বিনির্মাণ করার আশা প্রকাশ করেন তিনি বলেন, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আমাদের অনেক নেতাকর্মী শহীদ হয়েছে। আমরা এখনো পর্যন্ত তাদের স্মৃতিস্মরণে স্মৃতিসৌধ বা পার্ক করতে পারিনি। তাই আমরা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে চট্টগ্রামের প্রথম শহীদ ওয়াসিম আকরামের নামে পার্ক করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

চট্টগ্রাম কলেজ ও মহসিন কলেজ সাবেক ছাত্রদল ফোরামের খাদ্য বিতরণকালে ডা. শাহাদাত হোসেন।
দেশ বাঁচাতে প্রয়োজন ৩১ দফা বাস্তবায়ন

আওয়ামী দুঃশাসনে ভেঙ্গে পড়া রাষ্ট্র মেরামতে বিএনপির ৩১ দফা রূপরেখা বাস্তবায়ন প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, আওয়ামী দুঃশাসনে ভেঙে পড়া রাষ্ট্র পুনর্গঠনে বিএনপির ৩১ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নই হতে পারে একমাত্র পথ। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যে রাজনীতি তৃণমূলে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেই ধারারই ধারক দেশনায়ক তারেক রহমান। শহীদ জিয়ার ১৯ দফা কর্মসূচির ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে দেশনেত্রী খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের নেতৃত্বে আজ আমরা যে ৩১ দফা নিয়ে এগোচ্ছি তা একটি বৈষম্যহীন, দুর্নীতিমুক্ত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রূপরেখা।তিনি শনিবার (৩১ মে) বিকেলে কাজীর দেউরী আলমাস সিনেমা সংলগ্ন গুলশান কমিউনিটি সেন্টারে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রাম কলেজ ও মহসিন কলেজের সাবেক ছাত্রদল ফোরামের দুঃস্থ ও এতিমদের মাঝে খাদ্য বিতরণকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। আইনের শাসন ও ভোটাধিকারের প্রশ্নে মেয়র বলেন, এই ৩১ দফার লক্ষ্য এমন একটি বাংলাদেশ গড়া, যেখানে মানবাধিকার থাকবে, আইনের শাসন থাকবে, কথা বলার অধিকার থাকবে, এবং নাগরিকদের ভোটাধিকার থাকবে। আমরা এমন একটি সমাজ চাই, যেখানে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সবার অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।তরুণদের উদ্দেশে মেয়র বলেন, আপনারা শহীদ জিয়া, খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমানের জন্য দোয়া করবেন। আমরা সবাই মিলে একটি দুর্নীতিমুক্ত, উন্নত বাংলাদেশ গড়তে চাই। শহীদ জিয়ার তিনটি খাত কৃষি, গার্মেন্টস ও মানবসম্পদ এখনো আমাদের অর্থনীতির মূলভিত্তি। এসব খাতকে শক্তিশালী করে আমরা দেশকে অর্থনৈতিক মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবো।বর্তমান সংকট প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, আজ বাংলাদেশ গভীর সংকটে। এই সংকট থেকে উত্তরণে আমাদের প্রয়োজন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া। শহীদ জিয়া রাজনীতিতে সততার যে উদাহরণ রেখে গেছেন তা আজকের সময়েও প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছিলেন, ‘ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়’। আজ সেই কথাগুলোর প্রাসঙ্গিকতা আরও স্পষ্ট।তিনি আরও বলেন, দেশনেত্রী খালেদা জিয়া সবসময় বলেছেন, ‘এই বাংলাদেশই আমার শেষ ঠিকানা’। তারেক রহমান বলেছেন, ‘আমার অধিকার, আমার দেশ, সবার ওপরে বাংলাদেশ’। এখন নানা ষড়যন্ত্র চলছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে, কিন্তু আমাদের শপথ নিতে হবে দেশের স্বার্থ সবার আগে।আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ এনে মেয়র বলেন, গত ১৬ বছরে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। উল্টো বিভিন্নভাবে তাঁর অবদান বিকৃত করা হয়েছে। এখন আমাদের কাজ হলো সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের সামনে।চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক ও মহানগর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মো. কামরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আলহাজ্ব এম এ আজিজ, কাজী বেলাল উদ্দীন, হারুন জামান, আর ইউ চৌধুরী শাহীন, ইয়াছিন চৌধুরী লিটন, সদস্য মশিউল আলম স্বপন। বক্তব্য রাখেন কোতয়ালী থানার সাবেক সভাপতি মঞ্জুর রহমান চৌধুরী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব জাকির হোসেন, চকবাজার থানা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক নুর হোসেন, পাহাড়তলী থানা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দীন জিয়া, মহানগর নেতা শাহ আলম, ডা. এস এম সরোয়ার আলম, শহীদুল ইসলাম চৌধুরী, হেলাল চৌধুরী, শফিকুল আলম, শফিক আহমেদ, আলমগীর নুর, আরিফ মেহেদী, আমান উল্লাহ আমান, হাসান উসমান, আবু ফয়েজ, বেলাল উদ্দীন চৌধুরী, চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক আবু বক্কর শিকদার, মহসিন কলেজ ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক ইয়াকুব আলী সিফাত ও এড. জসিম উদ্দীন হিমেলের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন মহানগর ছাত্রদলের সাবেক নেতা মহসিন কবির আপেল, আলিফ উদ্দীন রুবেল, চকবাজার থানা যুবদলের সাবেক সদস্য সচিব সরোয়ার আলম, মহানগর ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সালাউদ্দীন সাহেদ, সামিয়াত আমিন জিসান, সালা উদ্দীন কাদের আসাদ, মহসিন কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সি. যুগ্ম আহ্বায়ক মুহাম্মদ ইউনুছ, মহানগর ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আমজাদ হোসেন শাকিল, দিদার হোসেন, ইমাম হোসেন আবির, চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্রদলের সাবেক নেতা রমিজ উদ্দীন, শহিদুল্লাহ ফয়সাল, সায়মন, রাজু, নুরুল কবির, মহসিন কলেজের যুগ্ম আহ্বায়ক নুরুল কবির, জুনায়েদ আহমেদ রাসেল, মো. তারেক, চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্রদলের আহ্বায়ক- শাফায়েত নুরী সিজ্জি, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক বোরহানুল হক, সাইফুল করিম, শরিফুল ইসলাম আবির, শোয়াইব, আরিফ, ইমরান, আরাফাত, তারেক, মানিক, রাকিব, মহসিন কলেজ ছাত্রদল নেতা নুর নবী বাদশা, মোজাম্মেল হক, জাহিদুল আলম প্রমূখ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮